জমুই অঞ্চলের মুসলিম বিয়ের গীত

তৌহিদ হোসেন

যেমন
মাতৃভাষা —
তেমনি মাতৃসঙ্গীত বলে
যদি কিছু থাকে, তবে তা আমার কাছে
গীদ্। গীত > গীদ্। অর্থাৎ বিবাহ-উৎসবে গাওয়া
মেয়েলি লোকগান। কিন্তু ছেলেবেলায় দেখেছি, অন্য সময়েও এ-ধরণের গান মুখে-মুখে ফিরত। বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতে, হাল্কা কাজ করতে - করতে, কাজের অবকাশে বা শিশুকে আদর করার সময় মেয়েরা গেয়ে উঠত গীদ্। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বাগড়ি অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা মা - খালা - দাদি - নানির কোলে বড় হয়েছি 'বিহ্যার' গীদ্ শুনতে - শুনতে। গত বিশ-বাইশ বছরে ভি.ডি.ও.-টি.ভি.-র দাপটে এই ধারাটি অনেক সংকীর্ণ হয়ে এলেও একেবারে মুছে যায়নি। কিন্তু মজার ব্যাপার, সেকালে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে, এ সমস্ত গীত পণ্ডিতমহলে আলোচনার বিষয় হতে পারে। ফলত কোলকাতায় পড়ার সময় যখন দেখি বিশিষ্ট গবেষক - অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা 'মুসলমান সমাজের বিয়ের গীত' নামে একখানি বই লিখেছেন, তখন যথার্থই বিস্মিত হই। এই গীদ্গুলোর মধ্যে এতরকম মণিমুক্তা আছে। বইটা রসগ্রাহিতা ও বৈদগ্ধ্যের যে চূড়া স্পর্শ করেছে তারপর সংযোজন করার মতো আর কিছু আমার হাতে নেই। তাই ঝা-মশাইকে প্রণাম জানিয়ে এখানে অন্য পথ ধরেছি। মাস-কয়েক আগে সুযোগ হয়েছিল এক বিহারী ড্রাইভারের বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত থাকার। আড়ালে বলে রাখি, এটা আমার মেঙে-নেওয়া দাওয়াত। কারণ আর কিছু নয়, শুনেছিলাম ওদেরও ওখানে বিয়ের সময় আমাদের মতো গীত গাওয়া হয়। জানিনা, ওদের কোনো শক্তিনাথ ঝা আছেন কি নেই।

২

ভায়াটির বাড়ি ভলওয়ানা। বিহারের জমুই জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম - গাছপালায় ভর্তি পীরের আস্তানা আওলিয়া-পাহাড়ের পাদদেশে। বধূর বাপের বাড়ি অনতিদূরের একটি গ্রামে।

ওখানে বিবাহ-উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠানটির নাম 'মড়ওয়া-সজানা'। বিয়ের দুই বা তিন দিন আগে মাড়োয়া সাজানো হয় আঙ্গিনায়। চারকোণে চারটি খুঁটি পোতা হয়। ঐ খুঁটির উপর মাজারওয়ালা চাদর বাঁধে বরের দুলাভাইরা। এসময় যে গানটি গাওয়া হয়েছিল তা এরকম :

বারা দরিকা বারা দরওয়াজা
উসমে অল্লাহ্ - কা জোড়া সজি
চলো দেখিয়ামে।
চলো দেখিয়ামে